২৮.১০ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Union Public Service Commission)

গঠন ।। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন একজন সভাপতি ও অন্যান্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় (৩১৬ ধারা)। কমিশনের মোট সদস্যসংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাই সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণত সভাপতিসহ ৯-১১ জন্য সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত অর্ধেককে কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে অন্তত দশ বছর কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিযুক্ত করতে হয়। কমিশনের সদস্যপদের জন আর কোন যোগ্যতার কথা বলা হয়। কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের কাজের শর্তাদি নির্ধারণের দায়িত্ব সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে। সভাপতির

অনুপস্থিতিতে বা কোন কারণে সভাপতি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হলে বা সভাপতির শূন্য পদে কেউ নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কোন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। তিনি সাময়িকভাবে স্থলাভিষিক্ত সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৩ সালের ১৫তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। স্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত না হওয়া অবধি বা যতক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী সভাপতি তাঁর কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করতে না পারেন, ততদিন পর্যন্ত অস্থায়ী সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন। সভাপতি ও সদস্যদের কার্যকাল ৬ বছর। তবে ৬৫ বছর বয়স হলে সদস্যদের নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই অবসর গ্রহণ করতে হয়। সদস্যগণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করতে হয়। কমিশনের কোন সাধারণ সদস্য সভাপতির পদে নিযুক্ত হলে তা নতুন নিয়োগ হিসাবে গণ্য হয় না। কারণ সভাপতিও হলেন কমিশনের একজন সদস্য। কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কমিশনের কোন সদস্য পুনর্নিযুক্ত হতে পারেন না।

কমিশনের সদস্যদের অপসারণ ।। রাষ্ট্রপতি কমিশনের সদস্যদের নানা কারণে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে পদচ্যুত করতে পারেন (৩১৭ ধারা)। কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য দেউলিয়া (insolvent) বলে ঘোষিত হলে, বা কমিশনের সদস্য থাকাকালীন অন্য কোন বৈতনিক চাকরি গ্রহণ করলে, বা রাষ্ট্রপতির মতানুসারে মানসিক বা শারীরিক দুর্বলতার কারণে সদস্য থাকার অনুপযুক্ত বিবেচিত হলে, বা কোন সরকারী চুক্তির সঙ্গে জড়িত থাকলে, রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারণ করতে পারেন [৩১৭(৩) ধারা]। আবার অসদাচরণের (misbehaviour) অভিযোগেও রাষ্ট্রপতি কোন সদস্যকে পদচ্যুত করতে পারেন। তবে রাষ্ট্রপতিকে অসদাচরণের অভিযোগটি সুপ্রীম কোর্টের কাছে পাঠাতে হয় এবং সুপ্রীম কোর্ট যথাযথ অনুসন্ধানের পর অভিযোগটি সত্য বলে রিপোর্ট দিলে তবেই কেবল রাষ্ট্রপতি কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন (১৪৫ ধারা)। সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ মান্য করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য। তবে রাষ্ট্রপতি অভিযোগের অনুসন্ধান চলাকালে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারেন [৩১৭(২) ধারা]। সুপ্রীম কোর্ট এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের সময় সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অভিযোগের কারণগুলি জানাতে এবং তার বক্তব্য শুনতে বাধ্য। এই সমস্ত নির্দিষ্ট কারণ ও পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন ভাবে কমিশনের সদস্যদের অপসারণ করা যায় না। তার ফলে কমিশনের সদস্যরা সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকেন এবং নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য করতে পারেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions)]] কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে সংবিধানের ৩২০ ধারায় উল্লেখ আছে।

(১) কমিশনের প্রথম ও প্রধান কাজ হল কেন্দ্রীয় এবং সর্বভারতীয় চাকরিগুলির জন্য কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা । এই উদ্দেশ্যে কমিশন লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে থাকে।

(২) আবার দুই বা তার বেশী অঙ্গরাজ্য অনুরোধ করলে কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য প্রার্থী বাছাই করার ব্যবস্থা করতে পারে। কমিশন অনুরোধকারী রাজ্যগুলির জন্য সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রণয়ন করে দিতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীকে কার্যকর করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

(৩) রাজ্যের রাজ্যপালের অনুরোধক্রমে এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে, কমিশন রাজ্যের যে কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য কাজ করতে পারে।

(৪) পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে কমিশনের কার্যাবলী সম্প্রসারিত করতে পারে (৩২১ ধারা)।

(৫) কমিশনকে রাষ্ট্রপতির কাছে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। (৩২৩ ধারা)। কমিশন কি কি কাজ করছে এবং কমিশনের পরামর্শ কোথায় সরকার গ্রহণ করেছেন এবং কোথায় করেন নি প্রতিবেদনে তার উল্লেখ থাকে। সরকারের বক্তব্য-সহ রাষ্ট্রপতি ঐ প্রতিবেদন পার্লামেন্টে পেশ করেন।

(৬) কমিশন কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ দেয় : (ক) অসামরিক চাকরি ও পদসমূহে নিয়োগের পদ্ধতি; (খ) অসামরিক চাকরি ও পদসমূহে নিয়োগ সম্পর্কিত এবং পদোন্নতি বা এক চাকরি থেকে অন্য চাকরিতে বদলীকরণের নীতি এবং এ রকম নিয়োগ, পদোন্নতি বা বদলীকরণের জন্য প্রার্থীদের যোগ্যতা; (গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অধীনে নিযুক্ত কর্মচারী শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিষয়; (ঘ) কর্মরত থাকাকালীন আঘাত প্রাপ্তির জন্য অসামরিক কর্মচারীদের পেনসনের দাবি; (ঙ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা-মোকদ্দমার ব্যয় নির্বাহের বিষয়; (চ) এক বছরের অধিককালের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়াদি; (ছ) কিছু অসামরিক কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি বা পুনর্নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়াদি; (জ) কর্মিবৃন্দ পরিচালনা সম্পর্কিত যে কোন বিষয়; (ঝ) রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত বিষয় প্রভৃতি।

২৮.১১ রাজ্য-রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (State Public Service Commission)

সংবিধান অনুসারে ভারতের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের জন্য একটি করে স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন থাকবে [৩১৫ (১) ধারা]। তবে দুই বা ততোধিক রাজ্য-আইনসভা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Joint Public Service Commission) থাকবে। সেক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য আইন করে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন করার ব্যবস্থা করতে পারে [৩১৫ (২) ধারা]। আবার কোন রাজ্যের রাজ্যপাল এই মর্মে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে অনুরোধ করতে পারেন যে কেন্দ্রীয় কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য যাবতীয় বা বিশেষ কোন কাজ করে দিক। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে।

গঠন ।। রাজ্য-রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন একজন সভাপতি এবং অন্যান্য কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। কমিশনের মোট সদস্যসংখ্যা সংবিধানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। এই সংখ্যা রাজ্যপাল নির্ধারণ করেন। তবে কার্যক্ষেত্রে রাজ্যের মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন। কমিশনের মোট সদস্যের অন্তত অর্ধেককে কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে অন্তত দশ বছর কর্মরত ব্যক্তিদের ভিতর থেকে নিযুক্ত করতে হয়। কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতার ব্যাপারে আর কিছু বলা হয়নি। সভাপতি ও সদস্যদের চাকরির শর্তাদি নির্ধারণের দায়িত্ব সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালের উপর ন্যস্ত আছে।

সভাপতি ও সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হল ৬ বছর। তবে ৬২ বছর বয়স হলে সদস্যদের নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই অবসর গ্রহণ করতে হয়। মূল সংবিধানে সর্বোচ্চ বয়ক্রম ছিল ৬০। ১৯৭৬ সালের ৪১তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী এই বয়ক্রম বাড়িয়ে ৬২ করা হয়।

কমিশনের সভাপতির অনুপস্থিতিতে বা সভাপতি কোন কারণে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনে অক্ষম হলে বা সভাপতির পদ শূন্য হলে, নতুন সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাজ্যপাল কমিশনের যে-কোন সদস্যকে সভাপতির দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মনোনীত করতে পারেন।

অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় বারের জন্য নিযুক্ত হতে পারেন না।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ।। রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। (১) রাজ্য-রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের প্রথম ও প্রধান কাজ হল রাজ্য সরকারের অধীন পদগুলিতে কর্মচারী বাছাই করার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে কমিশন লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক বা সাক্ষাৎকারমূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে। (২) রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যপাল মতামত চাইলে কমিশন সেই সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়। (৩) রাজ্যের আইনসভা আইন করে কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বৃদ্ধি করতে পারে। (৪) কমিশন রাজ্যপালের কাছে তার কার্যাবলী সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভায় পেশ করেন। (৫) কমিশন কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেয়। এই ক্ষেত্রগুলি হল (ক) অসামরিক চাকরি ও পদসমূহে লোক নিয়োগের পদ্ধতি, (খ) এই সমস্ত চাকরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলিকরণের নীতি এবং নিয়োগ, পদোন্নতি বা বদলির ক্ষেত্রে যোগ্যতা, (গ) রাজ্য সরকারের অধীনে অসামরিক পদে নিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, (ঘ) রাজ্য সরকারের অধীন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমার ব্যয় নির্বাহ, (ঙ) কর্মরত থাকাকালীন আঘাত প্রাপ্তির জন্য অসামরিক কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ। রাজ্য সরকার সাধারণত কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে। কোন ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষা করলে তার কারণ রাজ্য আইনসভার কাছে পেশ করতে হয়।